দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 29 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

ত্রিমুখী প্রতিবন্ধকতায় স্থবির শিক্ষা খাতের উন্নয়ন

৬৭টি প্রকল্পে এডিপি বাস্তবায়ন হয়েছে মাত্র শতকরা ২২ ভাগ

দুর্নীতিবাজ অদক্ষ প্রকল্প পরিচালকদের প্রতি এসিআর হুঁশিয়ারি

ইনকিলাব রিপোর্ট

ত্রিমুখী প্রতিবন্ধকতায় স্থবির হয়ে পড়েছে শিক্ষা খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম। রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থ ছাড়ে দীর্ঘসূত্রতা এবং প্রকল্প পরিচালকদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে শিক্ষা খাতে সকল পর্যায়ের উন্নয়ন কার্যক্রম থমকে দাঁড়িয়েছে। অর্থ মন্ত্রণালয়ের মোড়লী মনোভাবের কারণে বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুযায়ী বরাদ্দ ১২শ' কোটি টাকার মধ্যে এ পর্যন্ত কমবেশি ৫শ' কোটি টাকা ছাড় করা হলেও রাজনৈতিক অস্থিরতা ও প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালকদের অজ্ঞতা ও দুর্বলতার কারণে ব্যয় হয়েছে মাত্র ২৬৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ২২ ভাগ। শিক্ষা খাতের প্রকল্প বাস্তবায়নের এ করুণ চিত্রে উদ্বিগ্ন তত্ত্বাবধায়ক সরকার তথা শিক্ষা খাতের সাথে সংশ্লিষ্ট নীতিনির্ধারকরা। গতকাল রোববার শিক্ষা খাতের বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের শীর্ষ কর্মকর্তারা বাস্তবায়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সাথে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত এডিপি বাস্তবায়ন পর্যালোচনা সভায় ৪টি দপ্তর, অধিদপ্তর ও বিভাগের প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে ২-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

ত্রিমুখী প্রতিবন্ধকতায় স্থবির

১২-এর পৃষ্ঠার পর

বলা হয়েছে যে, যেসব কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা, দুর্নীতি বা অদক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যাবে তা তাদের বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনে (এসিআর) লিপিবদ্ধ করে দেয়া হবে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোমতাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এডিপি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের তথ্যানুযায়ী শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হয় মূলত ৪টি সংস্থার মাধ্যমে। এগুলো হচ্ছে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর ও বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন। এ চারটি সংস্থার অধীনে চলতি বছরে মোট ৬৭টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ১২শ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও অর্থবছরের প্রথমার্ধে অর্থাৎ ৬ মাসে ছাড় হয়েছে ৫শ' কোটি টাকার মত। অর্থ ছাড় যা-ও হয়েছে প্রকল্পের কাজ হয়েছে প্রায় তার অর্ধেক টাকার। সূত্র মতে, চারটি বিভাগের মধ্যে সবচেয়ে বেশী কাজ হয়েছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের অধীন প্রকল্পগুলোতে। এ সংস্থার অনুকূলে অনুমোদিত রাজস্ব খাতের ৩শ কোটি টাকার উন্নয়ন থোক বরাদ্দ বহির্ভূত ৩৯৬ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ের মধ্যে ডিসেম্বর '০৬ পর্যন্ত ছাড় করা হয়েছে ১৫১ কোটি টাকা। শতকরা হিসেবে ৩৮ শতাংশ। আর এর মধ্যে ব্যয় হয়েছে ১১০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মোট ছাড়কৃত অর্থের মধ্যে কাজ হয়েছে ৭৩ ভাগ। অন্য তিনটি সংস্থার মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের ২১ ভাগ, কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ১৯ ভাগ এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের ১৩ ভাগ কাজ হয়েছে।

এমনতর হাল যখন তখন মন্ত্রণালয়ভিত্তিক এডিপি থোক বরাদ্দ খরচ না করা সংক্রান্ত অর্থ মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত শিক্ষা খাতের উন্নয়ন কার্যক্রম চরমভাবে ব্যাহত করবে বলে আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন এডিপি বাস্তবায়নের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকেই। আবার এও বলা হয়েছে যে, তত্ত্বাবধায়ক সরকার শিগ্‌গিরই বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় কাটছাঁট করবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে বিগত সরকারের এডিপি বরাদ্দ থেকে ১০ শতাংশ কাটছাঁট করা হতে পারে। বর্তমান সরকারের এমনতর চিন্তাভাবনায় সংশ্লিষ্ট কোন কোন মহল উদ্বেগ প্রকাশ করলেও খোদ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পদস্থ কর্মকর্তারা বলছেন, প্রকল্প ব্যয় কাটছাঁট করার পরও যা থাকবে তাও সময়বল্পতা, প্রকল্প পরিচালকদের অদক্ষতা ও দুর্বলতার কারণে অর্থবছরের মধ্যে (জুন '০৭) বাস্তবায়ন পর্যায়ে ব্যয় করা যাবে না : এতে করে অধিকাংশ প্রকল্পের অর্থ অব্যবহৃত থেকে যাবে। অপর দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে রাজস্ব খাতে যে থোক বরাদ্দ রয়েছে তা ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থমন্ত্রণালয় নমনীয় না হলে দেশব্যাপী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর করুণ দশা হবে।